মেহেরপুর সরকারি কলেজে ঈদ পুনর্মিলনী ও রম্য বিতর্ক

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী, রম্য বিতর্ক এবং কৃতি বিতার্কিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজের বৈশাখী চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালীথ্যা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মইনুল হোসেন, হাসানুজ্জামান, বশির আহমেদ ও সানজিদা ইসলাম। সুমনা পারভিন যুথির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি নাফিউল ইসলাম।

এ সময় বিতর্ক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলেজের শিক্ষার্থী আলিয়া খাতুন, ডানজিদ রহমান অর্পণ, আকাশ আলী ও নাফিউল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ইমারা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস সোভা, হামিম ইসলাম সোহাগ, সুমনা পারভিন যুথি, রাকিব আহমেদ, মারুফ হোসেন, মিলা খাতুন, সাব্বির হোসেন, সানিহা জামান ও শিহাব হাসান।

বিতর্ক শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

জীবননগরে জেলা বিএনপির সভাপতির

বাড়িতে পূজা পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ,জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর,দামুড়হুদা,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,দর্শনা থানা সহ তিতুদহ-বেগমপুর-গড়াইটুপি ইউনিয়নের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষে পূজা পূর্ণমিলনী ও মতবিনিময় সভা করেন।

শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র আন্দুলবাড়ীয়াস্থ নিজ বাসভবনে এ সভার আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে বাবু জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ মিল্টন,জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের মধ্যে ৫৬ টি পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,জেলা হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ফান্ডের সভাপতি উৎপল বিশ্বাস,জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম দেবনাথ,বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায়,বাবু সুরেশ কুমার আগরওয়ালা,যাদব কুমার প্রামানিক,স্বপন চক্রবর্তী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা পলাশ কুমার সাহা,জীবননগর উপজেলা কমিটির বাবু রমেন কুমার বিশ্বাস,জীবননগর উপজেলা পূজা উৎযাপন কমিটির সভাপতি সুশান্ত সাহা,সাবেক সভাপতি বিজয় কুমার হালদার,দর্শনা পৌর থানা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাবু স্বরূপ কুমার দাস,গীতা পাঠ করেন পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আগামিতে বিএনপি

রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সাথে নিয়ে এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজ করবো।

কোন জাতি গোষ্ঠী নয় সমাজে আমরা একে অপরের হয়ে থাকবো।

মুসলিমরা যেমন ঈদগায় যেয়ে নামাজ পড়ে সেখানে কোন পাহারাদার দিতে হয় না। তা হলে পুজা হলে কেন মন্দির পাহারা দিতে হবে।এগুলো আমাদের সচেতনতার অভাব এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে তার জন্য আমাদের সকলকে ভালো মনের মানুষ হতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায় ও বাবু নারা ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি ৮৮ ব্যাচের পুনর্মিলনী

মুজিবনগরে শিক্ষকদের সংবর্ধনা, স্মৃতিচারণ ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে বৈদ্যনাথতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্তমানে (মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) এসএসসি ৮৮ ব্যাচ এর বন্ধুদের নিয়ে পুনর্মিলনী ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পর্যটন মোটেলে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এ অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়।

বন্ধু পূর্ণমিলনী ও মিলনমেলার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। পরে শিক্ষকদের স্মৃতিচারণ ৮৮র বন্ধুদের স্মৃতিচারণ মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। দুপুরে শিক্ষকদের সাথে নিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ।

শেষ পর্বে শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও উপহার প্রদান এবং প্রয়াত ৮৮

ব্যাচের বন্ধুদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া এবং উপস্থিত সকল বন্ধুদের মাঝে উপহার প্রদান এবং আগামীতে বন্ধু মিলন মেলা আরও সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে
শেষ হয় ৮৮ ব্যাচের পূর্ণমিলনী ও বন্ধু মিলন মেলা।